মিরপুরে তিনটি ইটভাটায় অভিযান: ৬ লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে অনুমোদনহীন অবৈধভাবে ৩টি ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়েছেন। এসময় ইটভাটা মালিকদের ৬ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিরপুর উপজেলা বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠা অবৈধ এসব ইটভাটাগুলিতে অভিযান পরিচালনা করে উপজেলা প্রশাসন ও কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদফতরের তত্ত্বাবধানে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন মিরপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. হারুন অর রশিদ।

এসময় তিনি বলেন, নিয়ম বহির্ভূত ইটভাটা পরিচালনা, জ্বালানি কাঠ ব্যবহারসহ নানা অনিয়মের অভিযোগে পরিবেশ অধিদফতরের সহযোগিতায় এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে মিরপুর উপজেলার হাউসপুরে অবস্থিত আরএইচআরবি ব্রীকস, এমএএসবি ব্রীকস এবং এমএএস ব্রীকস নামের ৩টি ইটভাটাকে ৬ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয় কুষ্টিয়ার সহকারী বায়োকেমিস্ট (প্রসিকিউটর) নরেশ চন্দ্র বিশ্বাসসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয় কুষ্টিয়ার সহকারী বায়োকেমিস্ট (প্রসিকিউটর) নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, এসব অবৈধ ইটভাটা বন্ধে আমাদের অভিযান চলমান থাকবে। পর্যায়ক্রমে সব ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করা হবে।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালত সার ও গো-খাদ্য একসাথে রাখার দায়ে উত্তরা ট্রেডার্সে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট স্নিগ্ধা দাস ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অবৈধ ভাবে চাউল মজুদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গোডাউন পরিদর্শন করা হচ্ছিল। এসময় আলমডাঙ্গা পুরাতন বাজার এলাকার গীরিধারী লাল মোদীর উত্তরা ট্রেডার্সের গোডাউনে গিয়ে গো-খাদ্য ও সার পাশাপাশি রাখার দায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৫৩ ধারায় ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় উত্তরা ট্রেডার্মের ম্যানেজার সমীর সাহা জরিমানার টাকা পরিষদ করেন। এদিকে দীর্ঘদিন ধান মজুদ রাখায় ১০ দিনের মধ্যে তা বিক্রি করে দেওয়ার নির্দেশ ও গোডাউন সিলগালা করে দেওয়া হয়।

অভিযানকালে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আব্দুল মালেক,থানার এসআই আমিনুল ইসলামসহ থানার একদল ফোর্স।

কোটচাঁদপুর কপোতাক্ষ নদে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান

কোটচাঁদপুরে কপোতাক্ষ নদে উপজেলা প্রশাসনের অভিযানে অবৈধভাবে নিষিদ্ধ চাইনা দুয়াড়ি পেতে মাছ ধরার অপরাধে দুয়াড়ি জব্দ করে আগুন ধরিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে ।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নের বলাবাড়িয় বাগডঙ্গা এলাকায় এ অভিযান চালায় উপজেলা প্রশাসন। নিষিদ্ধ চাইনা

দুয়াড়ি পেতে মাছ শিকার করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে কপোতাক্ষ নদে অভিযান চালান। এ সময় তিনি ১৪ টি চায়না নিশিদ্ধ দুয়াড়ি জব্দ করেন। পরে তা ওই নদের তীরেই আগুন দিয়ে ধ্বংস করা হয়।

দুয়াড়ি ধ্বংসের সময় উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার সঞ্জয় কুমার,কোটচাঁদপুর মডেল থানার উপপরিদর্শক নাজিবুল হক সহ থানা পুলিশের একটি চৌকস দল অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের অভিযানে ইয়াবাসহ গ্রেফতার ২

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে ৫৪ (চুয়ান্ন) পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ০১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার সহ দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা দিকনির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জের নেতৃত্বে এসআই(নিঃ) মোঃ মাসুদ রানা সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযানে আজ শনিবার বিকাল পাঁচটার সময় চুয়াডাঙ্গা থানাধীন আলুকদিয়া ইউনিয়নের ভালাইপুর নিকস্থ জনৈক মুক্তার মিয়ার SBM-2 ইট ভাটার প্রবেশ গেটের সামনে কাঁচা রাস্তার উপর হতে আলমডাঙ্গা থানার ভালাইপুর মাঝের পাড়ার রবিউল ইসলামের ছেলে আসামি মানিক হোসেন(২৫) ও চুয়াডাঙ্গা সদর থানার হুচুকপাড়ার তৈয়ব আলীর ছেলে আসামি মোঃ মইনুল হোসেন(২৭) কে ৫৪ (চুয়ান্ন) পিস অবৈধ মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট ও ০১টি মোবাইল ফোনসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা থানায় মাদক আইনে নিয়মিত মামলা রুজু হয়।

অবৈধ মজুতদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে–খাদ্যমন্ত্রী

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, অবৈধ মজুতদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শুধু শুধু জরিমানা করেই ছাড় দেওয়া হবে না। তাদের গোডাউন সীলগালা করা হবে এমনকি না শোধরালে তাদের জেলেও যেতে হবে।

আজ বুধবার দুপুরে দেশের বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরে অভিযানে নেমে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, চালের দাম সহনীয় পর্যায়ে আনতে হলে ব্যবসায়ীদের অধিক লাভের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে। চালের দাম বৃদ্ধির পেছনে মিলার, পাইকারী ব্যবসায়ী, খুচরা ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট ব্যবসায়ী সবার দায় আছে বলেও জানান তিনি।

এসময় অবৈধ মজুতসহ কেউ কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি করছে কি না তা খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী ও তার টিমের সদস্যরা।

এ সময় অবৈধভাবে আটা মজুত করায় মেসার্স সুবর্ণা অটো ফ্লাওয়ার মিলের গোডাউন সিলগালা করা হয়। এ ছাড়া অবৈধ ধান মজুতের চিত্র পেয়ে আরেকটি মিলের ধানের গোডাউন সিলগালা করা হয়েছে।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অভিযান চলমান রয়েছে।

কোটচাঁদপুরে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের ক্লীনিক-ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান

কোটচাঁদপুরে ক্লীনিক আর ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালিয়েছেন,উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা।আজ মঙ্গলবার এ অভিযান চালান তিনি। এরপরও কাগজ পত্রে ক্রটি থাকলে প্রতিষ্ঠান সীলগালা করে দেওয়া হবে বললেন,স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুরে যৌথভাবে ক্লীনিক আর ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে ৬ টি আর ২ টিতে শুধু মাত্র ক্লীনিক। যার মধ্যে রয়েছে একতা প্রাইভেট হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার,কোটচাঁদপুর নাসিং হোম এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সামস্উদ্দিন মেমোরিয়াল প্রাইভেট হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স,মাহবুবা জেনারেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, আল্ট্রাভিশন প্রাইভেট হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, নিউ লাইফ হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সিটি ক্লীনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার। শুধু মাত্র ক্লীনিক রয়েছে কপোতাক্ষ ফ্যামিলি কেয়ার হাসপাতাল,জনতা ক্লীনিক।

এ ছাড়া ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে, ১১ টি। এরমধ্যে ইউনাইটেড ডায়াগনস্টিক সেন্টার কর্ণফুলি ল্যাব এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার,ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ্যাডভান্স মেডিকেল সার্ভিসেস, এ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, মুকুল -খালেদা ডায়াবেটিক,লাইফ কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সজিব ল্যাব এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, মেডিল্যাব মেডিকেল মেডিকেল সার্ভিসেস, শেখ নিজাম ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ওয়ান ল্যাব মেডিকেল সার্ভিসেস।

সম্প্রতি ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সারাদেশে অভিযান শুরু করেছেন সংশ্লিষ্টরা । এর ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার কোটচাঁদপুরে ক্লীনিক আর ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান পরিচালনা করেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ। তিনি বলেন, সারাদেশের মত কোটচাঁদপুরও ক্লীনিক

ডায়াগনস্টিক সেন্টার অভিযান চালানো হয়েছে। ইতোমধ্যে কাগজ পত্রে অসঙ্গতি থাকায় দুইটি প্রতিষ্টান বন্ধ রেখেছেন মালিকপক্ষ।

এরপরও কাগজ পত্রে ক্রটি থাকলে প্রতিষ্ঠান সীলগালা করে দেওয়া হবে বলে সর্তক করেছেন ওই কর্মকর্তা। অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন,কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কনসালটেন্ট (এনেস্থিসিয়া) ডাঃ রাইসুল ইসলাম (জুয়েল) ও কমপ্লেক্সের হিসাব রক্ষক জিয়াউল ইসলাম।

মেহেরপুরে দুই ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বাজারে অভিযান চালিয়ে অননুমোদিতভাবে চাউল মজুত করার অপরাধে দুই ব্যবসায়ীর ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুরের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন। দণ্ডিতরা হলেন- আমঝুপি বাজারের চাউল ব্যবসায়ী আমজাদ হোসেন ও আব্বাস আলী।

সজল আহমেদ বলেন, আমঝুপি বাজারের মেসার্স আমজাদ খাদ্য ভান্ডার নামের লাইসেন্স বহির্ভূতভাবে প্রায় ৩ হাজার বস্তা অবৈধভাবে চাউল মজুদ, চাউলের ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ না করা, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয়সহ বিভিন্ন অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো: আমজাদ হোসেনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ও ৫১ ধারায় ৩০ হাজার টাকা এবং মেসার্স আব্বাস খাদ্য ভান্ডার নামের আরও একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক আব্বাস আলীকে একই আইনের ৩৮ ও ৪৫ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং তাদেরকে ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত চাউল বিক্রি করার নির্দেশ দেয়া হয়।

অভিযান চলাকালে জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম সহযোগীতা করেন।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার সদর উপজেলার বামনপাড়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে চাউল মজুদের দায়ে এক ব্যবসায়ীকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করে।

কুষ্টিয়ার খাজানগরে চালের মোকামে অভিযান, জরিমানা আদায়

দেশের অন্যতম বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরে অভিযান চালিয়েছেন জেলা প্রশাসক। অস্থির চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে মঙ্গলবার দুপুরে এই অভিযান শুরু হয়। এক ঘন্টার অভিযানে মোট তিনটি অটো রাইসমিলে যায় অভিযানিক দল।

অভিযানে চালের বেঁধে দেওয়া দামে বিক্রি হচ্ছে কিনা, অতিরিক্ত মজুদ রয়েছে কিনা, ওজন ঠিক দিচ্ছে কিনা, বেঁধে দেওয়া দাম ঠিক আছে কিনা এসব খতিয়ে দেখা হয়।

এ সময় চালের বস্তায় ওজনে কম পাওয়ায় গোল্ডেন রাইস মিলকে ৫০ হাজার ও দেশ এগ্রো লিমিটেডকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত। এছাড়াও অভিযানিক দল রশিদ এগ্রো লিমিটেডে গিয়ে সবকিছু তদারকি করেন।

অভিযান শেষে জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা বলেন, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসন কাজ করছে। এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। অস্বাভাবিকভাবে দাম বাড়ানো হলে বা অবৈধভাবে বাজার নিয়ন্ত্রন করা হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আপাতত মিনিকেট চাল খুচরা বাজারে ৬৪ টাকা কেজি ও আটাশ (মোটা চাল) ৫২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে খতিয়ে দেখে পরবর্তীর্তে আবারও দাম নির্ধারণ করা হবে।

অভিযানে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে পুলিশ সুপার এএইচএম আবদুর রকিব, খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা, ভোক্তা সংরক্ষন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল, বাজার মনিটরিং দল, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় ডিবি পুলিশের অভিযানে প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ টাকার রুপার গহনা উদ্ধার

দামুড়হুদা বাসট্যান্ডে জেলা ডিবি পুলিশের অভিযানে ৮ প্যাকেট রুপার তৈরি গহনা ও একটি টিভিএস স্টাইকার ১২৫ সিসি মোটরসাইকেল জব্দ করেছে জেলা গোয়েন্দা সংস্থা। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড থেকে এসব জব্দ করা হয়। রুপার তৈরি গহনার মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার ফয়জুর রহমানের দিকনির্দেশনায় জেলার ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ এর নেতৃত্বে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনার জন্য দর্শনা চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডে এম্বুস নেয় ডিবি পুলিশ। অভিযান পরিচালনার সময় একটি টিভিএস স্ট্রাইকার ১২৫ সিসি মোটরসাইকেল দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডে এসে পৌঁছালে থামার জন্য সিগনাল দেওয়া হয় এবং পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মোটরসাইকেল ফেলে আরোহীরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের সহায়তায় তাদেরকে দৌড়ে ধরার চেষ্টা করলে তারা একটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পরে এবং সেখানে থেকে পালিয়ে যাই। ফলে ডিবি পুলিশ আর তাদেরকে ধরতে পারেনি। পরে মোটরসাইকেলটি ডিবি পুলিশ জব্দ করে এবং উপস্থিত জনসম্মুকে মোটরসাইকেলটি তল্লাশি করা হয়।

এতে দেখা যায় মোটরসাইকেলের টাংকির সাথে বিশেষ কায়দায় কসটেপ দিয়ে মোড়ানো ৮টি প্যাকেট সেটিং করা আছে। ১ টি প্যাকেট জনসম্মুখে খুললে তাতে দেখা যায় রুপার তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের গহনা আছে। প্যাকেট গুলোর ওজন ছিল ৭ কেজি ৩ গ্রাম। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। ৮ প্যাকেট রুপার তৈরি গহনা ও একটি টিভিএস স্ট্রাইকার ১২৫ সিসি মোটরসাইকেল ডিবি পুলিশ জব্দ

করে নিয়ে যায়।

এবিষয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি একটি চক্র মাদক ও চোরাকারবার করার জন্য দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড অবস্থান নেবে। বিষয়টি জানার সাথে সাথে এসপি স্যারের নির্দেশে আমরা দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান নিলে আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে মোটরসাইকেল ফেলে চোরাকারবারিরা পালিয়ে যায়। মোটরসাইকেলটি তল্লাশি করে আমরা ৮ প্যাকেটে ৭ কেজি ৩ গ্রাম রুপার তৈরি গহনা উদ্ধার করি। যার বাজার মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। আসামিদের সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন ছিলো।

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে মাদকসহ আটক-৪

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহ দর্শনার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেছে। এ অভিযানে মাদক উদ্ধার করা সহ পৃথক স্থান হতে আটক করা হয় ৪ জন মাদক ব্যবসায়ীকে।

আটককৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদন্ড ও অর্থদন্ড প্রদান করা হয়েছে। তারা চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার জালশুকা মসজিদপাড়ার লালন, দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মিজানুর রহমান, হাফিজুর রহমান ও মোবারক পাড়ার জাহিদুল ইসলাম। তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান শেষে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানাযায়, আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাদাত হোসেনের নেতৃত্বে জেলা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরিন আক্তার, পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান ও উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন সহ সঙ্গীয় সদস্য মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন চুযাডাঙ্গা সদর উপজেলার জালশুকা গ্রামে।

এসময় গ্রামের মসজিদ পাড়ার আবুল কালাম আবুর ছেলে লালনের নিজ দখলীয় বসতঘর মধ্যে হইতে ৫শত গ্রাম গাঁজা সহ লালন মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

একই অভিযানিকদল দুপুর ১টার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌরসভাধীন দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামে। এসময় গ্রামের পাকা রাস্তার পূর্ব পাশে বিপ্লবের কলা বাগানের মধ্যে হইতে ৫০ লিটার তাঁড়ি সহ গ্রেফতার করা হয় মিজানুর রহমান
(৪২) নামের এক তাঁড়ি ব্যবসায়ীকে। গ্রেফতারকৃত মিজানুর রহমান দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের কেওড়া পাড়ার কালাচান মন্ডলের ছেলে। গ্রেফতারকৃতকে ভ্রাম্যমান আদালত ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। দুপুর ১টার দিকে একইদল অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভাধীন মোবারক পাড়ায়।

এসময় মোবারক পাড়া পাকা রাস্তার পশ্চিমপাশে হাসনা মিয়ার প্রোল্ট্রি ফার্মের সামনে হতে ২ লিটার তাঁড়িসহ গ্রেফতার করা হয় মোবারক পাড়ার মৃত. ছিরু মিয়ার ছেলে জাহিদুল ইসলামকে (৪১)।

গ্রেফতারকৃতকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

একইস্থান থেকে দুপুর ২ টার দিকে ২ লিটার তাঁড়ি সহ গ্রেফতার করা হয় দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত. তহির উদ্দিনের ছেলে হাফিজুর রহমানকে (৬০)। তাকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

এ কারাদন্ড ও জরিমানার রায়প্রদান করেন অভিযান নেতৃত্বে থাকা চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাদাত হোসেন।